সংবাদ

তারিখ 17 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

টিউশন ফি বাড়ানোর প্রজ্ঞাপনটি বিভ্রান্তিকর

প্রাথমিক ফি নির্ধারণ করুন

স্কুল-কলেজে টিউশন ফি ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাবে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি জারি করা এক পরিপত্র অস্পষ্টতার জন্ম দিয়েছে। বিভ্রান্ত অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। অভিভাবকরা বলছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশনার মাধ্যমে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই টিউশন ফি বৃদ্ধি করেছে তারা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করবে। এ বছর না করতে পারলে আগামী বছর সর্বোচ্চ টিউশন ফি বৃদ্ধির সুযোগ নেবে। এই প্রজ্ঞাপনের সুযোগ নিয়ে এখন প্রতিবছরই বেতন বৃদ্ধির সুযোগ নেবে বেসরকারি স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আমরা জানি, বেশিরভাগ স্কুল ও কলেজের টিউশন ফি নিজেদের খেয়াল খুশিমতো নির্ধারণ করে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি। সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ঘোষিত টিউশন ফি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিল মন্ত্রণালয়।

আমরা মনে করি, এলাকাভিত্তিতে স্কুল-কলেজের প্রাথমিক টিউশন ফি শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে দিতে পারে। এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। প্রাথমিকভাবে টিউশন ফি নির্ধারণ না করে টিউশন ফি বৃদ্ধির সুযোগদানের এ সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে। এ প্রজ্ঞাপনটি হঠাৎই বা কেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারি করে একটি বিতর্ক সৃষ্টির সুযোগ করে দিল তার কারণটি অস্পষ্ট। এর দরকার ছিল কি। ঝামেলা পাকানোর দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো আমলার মাথা থেকে এসেছে কিনা সেটাই এখন অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

সহযোগী দৈনিকের গত মঙ্গলবারের এ খবরে আমাদেরও অস্বস্তি বাড়ছে। কারণ টিউশন ফি বাড়ানোর এ সুযোগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবার অস্থিরতা দেখা না যায়। শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ প্রজ্ঞাপনে একাধিক নির্দেশনা থাকলেও শিক্ষক ও গভর্নিং বডির সুবিধা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট অংশগুলোই শুধু বাস্তবায়ন হবে। আর মন্ত্রণালয় সেখানে নীরব ভূমিকাই পালন করবে। সুতরাং খুব দ্রুতই টিউশন ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের অস্পষ্টতা মন্ত্রণালয়কে দূর করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই নির্ধারণ করে দিতে হবে। অভিভাবকদের সুবিধার্থেই এটা করা দরকার শুধু তাই নয়। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করার স্বার্থেও এটা করা দরকার।

অনেক নামি-দামি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ শিক্ষকরা অনেক উচ্চ বেতন পেয়ে থাকেন। এর ফলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে বৈষম্যই তৈরি হয়েছে তাই নয়। বেশিরভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে বড় মাপের বৈষম্য তৈরি হয়েছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

টিউশন ফি না বাড়িয়ে শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো তৈরি করা দরকার। তবে এ মুহূর্তে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি বাড়ানোর উদ্যোগ মনিটর করা উচিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে।